শিক্ষকতা ঃ সমাজ ও ছাত্র

❑ শ্রী অমরেন্দ্র গোস্বামী
প্রধান শিক্ষক (বর্তমান অবসর প্রাপ্ত)

বৃত্তি হিসাবে বর্তমান সমাজে শিক্ষকতা বোধ হয় খুবই জটিল। বর্তমান সমাজে বলছি এই কারণে যে বর্তমান কালকে একটা যুগ সন্ধি কাল বলা যেতে পারে। পুরনো ধ্যান ধারণা ভেঙে জন্ম হচ্ছে নূতনের। এই ক্রম পরিবর্ত্তনশীল সমাজে, পরিবর্তিত মানসিকতায় শিক্ষা বৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটেনি। শিক্ষকতার জটিল রূপ পরিগ্রহের কারণ শিক্ষকরা যতটুকু, ততোধিক দায়বদ্ধ সমাজ তথা অভিভাবকবৃন্দ। শিক্ষকরা যাদেরকে পড়ান সেই ছাত্ররা সমাজের উপহার। সমাজ বলতে কিশোর ও অভিভাবকদেরকেই বুঝাতে চাইছি। শিক্ষকতার সাফল্য ছাত্রদের কৃতকার্য্যতার উপর নির্ভরশীল। 'গাছ তব নাম কি?' - 'ফলে পরিচয়' । এই আপ্ত বাক্যের মতই ছাত্ররাই শিক্ষকদের পরিপূর্ণতার মাপকাঠি। কিন্তু ছাত্রদের ভাল হওয়া না হওয়াটা শিক্ষকদের উপর যতটা না নির্ভরশীল ততোধিক নির্ভরশীল সচেতন অভিভাবকবৃন্দের উপর। শিক্ষা নীতিতে একটা কথা আছে When a unit is ready to learn, no teaching can take place এই Ready শব্দটার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চাইছি। এই Readiness does not only mean physical readiness এখানে শারীরিক প্রস্তুতির সঙ্গে মানসিক প্রস্তুতিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মনে হয় মানসিক প্রস্তুতিটা শারীরিক প্রস্তুতির চাইতেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং মানসিক প্রস্তুতির জন্য সম্পূর্ণ ভাবে না হ'লেও শতকরা ৮০ ভাগই দায়ী দায়িত্ব সচেতন অভিভাবক।

একটা ঘটনা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা ভেবেই তুলে ধরছি। ঘটনা টা সত্য হলেও স্থান কাল পাত্রের উল্লেখ করলাম না সঙ্গত কারণেই, ঘটনা টা নিম্নরূপ - কোন একটি রেল কোয়ার্টাসে এ কথা হচ্ছিল কোন এক স্কুলের জনৈক শিক্ষক সম্বন্ধে। সে আজ বহু বৎসর পূর্বের কথা। তখন কর্ম অভিজ্ঞতা নামক বিষয়টা জাঁকিয়ে বসে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ঘাড়ে। কোন ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষায় কর্মঅভিজ্ঞতায় মনমত নম্বর না পাওয়াতে শিক্ষিত অভিভাবক আক্ষেপের স্বরে বললেন,"আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে আমি ঐ শিক্ষককে দিয়ে হালচাষ করাতাম"। শুনে মনে লাগলেও প্রতিবাদ করার ক্ষেত্র ছিল না বা বলতে সাহস পাইনি। সেখানে উপস্থিত ছিল সেই ভদ্রলোকেরই এক সন্তান যে কিনা ঐ স্কুলের ছাত্র। ভাবুন - ঐ শিক্ষক সম্বন্ধে তখন ঐ ছাত্রের মনোভাব ! কি ভাবনা গড়ে উঠতে পারে ঐ শিক্ষক সম্বন্ধে ? আর শিক্ষক সম্বন্ধে যদি ভাল ভাবনা গড়ে না উঠে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে তবে ঐ শিক্ষকের কাছ থেকে ছাত্রদের শিক্ষনীয় কিছু থাকতে পারেনা । শাস্ত্রমতে –

'শ্রদ্ধাহীনা তৎকার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ'। হস্তি স্নান করার পর পরই যেমন কাদাজল শরীরে ছিটায়, তদ্রুপ শ্রদ্ধাহীনা ছাত্র শিক্ষকের কথা নির্মল ভাবে গ্রহন করতে পারে না শ্রদ্ধা হীন কোন অবস্থাতেই জ্ঞান লাভ করতে পারে না ।

শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধা জাগানোটা অভিভাবকদের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে বলে মনে করি। তাই বলে শিক্ষকদের সম্বন্ধে ছাত্র শ্রদ্ধাহীন হওয়ার ব্যাপারে শিক্ষকরাও কম দায়ী নহেন। তাঁদের আচার আচরণ থেকেই ছাত্রদের শ্রদ্ধার ভাব আসবে। এখানে সঙ্গত কারনেই এসে পড়ছে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের কথা। শিক্ষক যদি ছাত্রদের আপন ভাবতে না পারেন, যদি ছাত্রদের প্রতি মমত্ব বোধ নিজত্ববোধ, না থাকে তবে ছাত্ররা অবশ্যই শ্রদ্ধাশীল হতে পারে না।

শিক্ষকও একজন মানুষ। তিনিও ভুল ত্রুটির উর্দ্ধে নন তাই এখানেই অভিভাবকবৃন্দের গুরুত্ব আরও বেশী। যদি কোন সুহৃদ অভিভাবক গঠনমুলক মনোভাব নিয়ে, শিক্ষকদের ভুল ত্রুটি নিয়ে এগিয়ে আসেন তবে আমরা শিক্ষকরা সাদরে গ্রহণ করবো। আমরা চাই গঠন মূলক সমালোচনা। সমালোচনার নামে নিন্দে হ'লে তা সার্বিক ভাবেই সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর।

এখানেই উল্লেখ করছি Private Tution এর কথা। Private Tution শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষতি করছে এটা বোধ হয় সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু এই Private Tution এর জন্য যতটা না দায়ী শিক্ষক ততোধিক দায়ী অভিভাবকবৃন্দ। কারণ সচেতন অভিভাবকেও এই আগাছায় জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় প্রায়সই। কেন প্রতিবাদ করেন না অপনারা ? বিদ্যালয়গুলিতে যদি যথাযথ পড়াশোনা না হয়, আপনারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। বলুন ঐ পড়টা হলনা কেন ? কেন ঐ রূপ হচ্ছে না ইত্যাদি। যত ভাল স্কুলের ইতিবৃত্ত পড়ুন না কেন, দেখবেন সব স্কুলের উন্নতির পেছনেই রয়েছে অভিভাবকবৃন্দের অবদান। প্রত্যেক ভাল ছাত্রের জীবনে ভাল স্কুল বা শিক্ষক না জুটলেও প্রত্যেকের পেছনেই রয়েছেন দায়িত্ব সচেতন অভিভাবক। সেই জন্যই বোধ হয় প্রবাদের সৃষ্টি আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও।

আর পড়াতে গেলেই প্রশ্ন জাগে কাকে পড়াব এবং কি পড়াব। কাকে পড়াব এই প্রশ্ন জাগার কারণ পুরোটা না পারলেও কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আর কি পড়াব এই প্রশ্ন জাগার কারণ বর্ত্তমান পাঠ্য পুস্তক। কই এখানে তো অভিভাবকবৃন্দের কোনঅনুযোগ অভিযোগ Microscopic ভাবেও চোখে পড়ছে না। যা কিছু প্রতিবাদ হচ্ছে তাও ছাত্রদের বা শিক্ষকদের তরফ থেকেই। অভিভাবকবৃন্দের কাছ থেকে আরও সরব প্রতিক্রিয়া থাকলে বোধ হয় সরকার নামক কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙতো।

তাই কামাখ্যা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে অভিভাবক বৃন্দের প্রতি অনুরোধ আপনারা গঠন মূলক সমালোচনা নিয়ে এগিয়ে আসুন। আপনাদের ঐকান্তিক সমালোচনা ও সহযোগিতা ছাড়া স্কুলকে আরও উন্নতির পথে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে এই প্রার্থনাও রাখব, ছাত্রদের কাছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথাযথ ভাবে তুলে ধরুন। তাতে লাভ আপনাদের, আমাদের, সর্বোপরি ছাত্রদের।